৪। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

ক) প্রশ্ন : 'পথ পর্যটনে অতি মলিন-শরীর ।'
— কার কথা বলা হয়েছে ? তিনি পথ পর্যটনে কোথায় এসেছেন ? কেন এসেছেন ?

উত্তর :
এখানে ভরতের কথা বলা হয়েছে।
তিনি পথ পর্যটনে বনে শ্রীরামের আশ্রমেতে এসেছেন।
ভরত রামকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে নিতে এসেছেন।

খ) প্রশ্ন : 'মিথ্যা অনুযোগ কেন কর বিমাতায় ।'
— উক্তিটির বক্তা কে ? এখানে বিমাতা কে ? এর দ্বারা বক্তার কোন্ গুণটির প্রকাশ ঘটেছে ?

উত্তর :
উক্তিটির বক্তা হলেন শ্রীরামচন্দ্র ।
এখানে বিমাতা হলেন কৈকেয়ী।
এই উদ্ধৃতাংশটির দ্বারা বক্তা শ্রীরামচন্দ্রের মাতৃভক্তি ও গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতার গুণটি প্রকাশিত হয়েছে।

Scanned with CamScanner

গ) প্রশ্ন : ভরত রামের পাদুকা নিয়ে কী করেছিলেন ?

উত্তর :

রামের পাদুকা নিয়ে ভরত অযোধ্যায় ফিরে আসেন এবং রাজসিংহাসনের উপর পাদুকা স্থাপন করে রাজকার্য চালাতে থাকেন।

ঘ) প্রশ্ন : 'তোমা বিনা অযোধ্যা দিবসে অন্ধকার ।'
— উদ্ধৃত অংশটি কোথা থেকে গৃহীত ? কে, কাকে এই কথা বলেছে ? লাইনটির অন্তর্নিহিত অর্থ লেখো ।

উত্তর :

উদ্ধৃতাংশটি কবি কৃত্তিবাস ওঝার 'ভরতের ভ্রাতৃভক্তি' কবিতা থেকে গৃহীত হয়েছে।

কথাগুলি ভরত শ্রীরামচন্দ্রকে বলেছিল।

শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন অযোধ্যা নগরের 'ভূষণ', অযোধ্যা নগরের 'সার'। তিনি ছিলেন এই নগরের নগরবাসীর কাছে প্রজাকল্যাণকারী একজন যুবরাজ । তাঁকে ছাড়া অযোধ্যা নগরবাসীর জীবন শূন্য ঠিক যেন 'মণিহারা ফণির মতো' । যেমন করে রাতের অন্ধকারে কোনো কিছু দেখা যায় না অযোধ্যা নগরবাসীর শ্রীরামচন্দ্রকে ছাড়া দিবসও অন্ধকারময় ।

Scanned with CamScanner